দৈনিক ইত্তেফাক

15

তারিখ ... JAN. 24 2000 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7 ......

'ভাল' স্কুল ও প্রসঙ্গ কথা

প্রতিকান্তরে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, রাজধানীর একটি 'ভাল' স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় অংশ নিয়াছে তিন হাজার দুইশত চব্বিশটি শিশু। আসন আছে মাত্র আটচল্লিশটি। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য 'লড়াই' করিয়াছে প্রায় ৬৭টি শিশু। প্রতিবেদনে ভর্তি পরীক্ষার সময় বাহিরে অপেক্ষমাণ অভিভাবকদের মধ্য হইতে কয়েকজনের বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। বক্তব্য অভিন্ন। তাহারা চান সন্তানকে 'ভাল' স্কুলে ভর্তি করাইতে। এক অভিভাবকতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়াছেন, "এখানে ছেলেটাকে ভর্তি করতে পারলে দশটা বছরের জন্য নিশ্চিন্ত।"

বস্তুতঃ সকল পিতা-মাতাই নিজেদের সন্তানকে ভাল স্কুলে পাঠাইতে এবং পাঠাইয়া 'নিশ্চিন্ত' হইতে চান। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজধানীর অধিকাংশ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের তাহাদের 'নিশ্চিন্ত' হইবার কোন উপায় নাই। ভাগ্যবান কিছু পিতা-মাতাই 'নিশ্চিন্ত' হইতে পারেন। কারণ, রাজধানীতে স্কুলের অভাব না থাকিলেও 'ভাল' স্কুলের বড় অভাব।

প্রশ্ন হইতেছে ফি বছর অভিভাবকদের তাহাদের শিশু সন্তানদের নিয়া দুশ্চিন্তা করা এবং স্বাভাবিকভাবেই শেষমেষ তাহাদের অধিকাংশকেই নিজ নিজ সন্তানকে ভাল স্কুলে ভর্তি করাইতে না পারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে বাধ্য হইবার যে সিলসিলা চালু রহিয়াছে রাজধানীতে তাহা কি বন্ধ করা যায় না। যায়, অবশ্যই যায়। রাজধানীর সকল স্কুলের শিক্ষার মান উন্নত করিতে পারিলেই যায়। সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান সমপর্যায়ে নিয়া আসার কথা আমরা বলিতেছি না। লেখাপড়ার মান কম-বেশী হইতে পারে। কিন্তু সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান একটা ন্যূনতম পর্যায়ে থাকা দরকার। দরকার, শুধু অভিভাবকদের ফি বছরের ভোগান্তি ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিতে নহে বরং দেশের স্বার্থেও। যে সব স্কুলের লেখাপড়ার মান খারাপ সেইসব স্কুল হইতে শিক্ষা (?) প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে যোগ্য ও সুনাগরিক হিসাবে পরবর্তীতে নিজেদের প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ ও জাতি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান একটা ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নীত করার কাজটা করিবে কে? এই ব্যাপারে আমাদের সকলেরই কম-বেশী দায়িত্ব আছে। তবে সামনে থাকিয়া শিক্ষা কর্তৃপক্ষকেই এই কাজে নেতৃত্ব দিতে হইবে। বেসরকারি স্কুলগুলির শিক্ষকদের বেতনের প্রায় পুরাটাই সরকার বহন করিয়া থাকে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ অধিকতর সতর্ক হইলে এবং চেষ্টা তদবির করিলে বহু বেসরকারি স্কুলও 'ভাল' স্কুল হইয়া উঠিতে পারে। (এই বক্তব্য শুধু রাজধানী স্কুলগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য সারা দেশের স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও) প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলেই নয়। অভিযোগ আছে শিক্ষকতা পেশায় এখন আর মেধাবী ছেলে-মেয়েরা তেমন একটা আগ্রহী নহে। ইহার বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে। কারণগুলি খুঁজিয়া বাহির করার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের। তবে আমরা মনে করি দুইটি মূল কারণ উক্ত নেতিবাচক প্রবণতার পিছনে ক্রিয়াশীল। প্রথমতঃ শিক্ষকতা পেশা যে কোন কারণেই হউক এখন আর সমাজে তেমন কল্কি পায় না। এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকদের বিশেষতঃ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ভদ্রভাবে সমাজে বাঁচিয়া থাকার মত যথেষ্ট নহে। বলাই বাহুল্য, লেখাপড়ার মান উন্নত করার জন্য শিক্ষকতা পেশার প্রতি মেধাবী ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্ট করিতে হইবে। আর ইহার জন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে 'টিউশনি' না করিয়াও একজন শিক্ষক ভদ্রভাবে সমাজে মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করিতে পারে। সেক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, এই চমৎকার পেশায় মেধাবী ছেলেমেয়েরা অধিকহারে আসিতে উদ্বুদ্ধ হইবে এবং সমাজে শিক্ষকতা পেশাও আগের মতই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইবে। সদাশয় সরকারকে এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করি। আসলে দেশের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য যথাসম্ভব সব কিছুই করা দরকার বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ■